আজকের কাগজ

তারিখ 24 JAN 1993
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

মাধ্যমিক পরীক্ষার পদ্ধতি শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের আরো কার্যকর প্রচলন আবশ্যক

কাগজ প্রতিবেদক ঃ শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বলেছেন, শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। এই মেরুদন্ড শক্ত করা প্রয়োজন। গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখন আমাদের সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা যায়, কিভাবে সিলেবাস, পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা যায়, কিভাবে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নকে অসম্পূর্ণভাবে কার্যকরীভাবে প্রচলন করা যায়। মন্ত্রী গতকাল, নায়েম-মিলনায়তনে আহছানিয়া মিশন আয়োজিত "মাধ্যমিক পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রবর্তন, সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পরিচালক কাজী রফিকুল আলম। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম শামসুল হক।

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, মূল্যায়ন সাধারণ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী নিজেকে জানার জন্যে, প্রকাশ করার জন্যেও শিক্ষার্থীর প্রতিভা বাড়িয়ে তুলতে শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা নৈরাজ্যের মধ্যে আছি। তিনি নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সঙ্গে রচনামূলক প্রশ্নপত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অধ্যক্ষ ইউনুস খান বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র প্রবর্তনের জন্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান আমাদের জাতীয় জীবনের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজী রফিকুল আলম বলেন, আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের জন্যে যথার্থ নয়। আজ সময় এসেছে যথাযথভাবে মেধা যাচাইয়ের পন্থা উদ্ভাবনের।

এরপর প্রথম কর্ম অধিবেশনে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শমসের আলী বলেন, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের দেশে ব্যর্থ হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জটিলতার জন্যে।